International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবিকাশ।

শুভনীল জোয়ারদার।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বানদোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

সারসংক্ষেপ : ১৭৭২ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা।১৯১২ থেকে ভারতের স্বাধীনতা বছর ১৯৪৭ এর আগে পর্যন্ত কলকাতা ছিল শুধু মাত্র অবিভক্ত বাংলার রাজধানী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কলকাতা, ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে (১)। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময়কাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

সূচক শব্দ : স্বাধীনতা, পশ্চিমবঙ্গ, কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস, শিল্প, কারখানা, জমি, কৃষক, ইস্পাত, শিশু, সাথী, শ্রী, কিশোরী, প্রকল্প, লক্ষ, টাকা, ভর্তুকি,পুরস্কার।

ভূমিকা :

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, বিশিষ্ঠ অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬ - ১৯১৫) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি জাতির মেধা, সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতা দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর আবেগমথিত মন্তব্য " বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত ভাবে আগামীকাল "(What Bengal thinks today, India thinks tomorrow) (২) আজও বাঙালির মনে গর্বের সাথে অনুরণিত হয়। যেখানে, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২- ১৮৩৩), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০- ১৮৯১), স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮- ১৯৩৭), আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১- ১৯৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১- ১৯৪৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩- ১৯০২), স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০- ১৯৫৮), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০- ১৯২৫), মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮- ১৯৫৮), রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮- ১৯৮০), সত্যেন্দ্রনাথ বোস(১৮৯৪- ১৯৭৪), নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ((১৮৯৭- ?) মত মনীষীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ধারক ও বাহক হিসেবে বিরাজ করতেন , সেখানে গোখলের ওই মন্তব্য যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক ছিল, বলে আমি মনে করি । স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের পট পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র, যেখানে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কোন অবকাশ রাখা হয় নি।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম লোকসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫.১০.১৯৫১ থেকে ২১.০২.১৯৫২- র মধ্যে (৩)। প্রথম বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে(৪)। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়৩১.০৩.১৯৫২

তে (৫)।রাজ্যের বিকাশ তথা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলত রাজ্য সরকার প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল স্থায়ী সরকার গঠন করেছে, তাদের ক্রম অনুসারে বিকাশের গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই প্রতিবেদনের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমি মনে করি।

সরকার গঠন :

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম (১৯৫২- ৫৭), দ্বিতীয় (১৯৫৭- ৬২), তৃতীয় (১৯৬২- ৬৭) বিধানসভাগুলিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চতুর্থ বিধানসভা (১৯৬৭- ৬৮) তে প্রথমে বাংলা কংগ্রেস (যুক্তফ্রন্ট)- এর অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও পরে নির্দল (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট)- এর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।২০.০২.৬৮ থেকে ২৫.০২.৬৯ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ ছিল। পঞ্চম বিধানসভা (১৯৬৯- ৭০) তে ২৫.০২.৬৯ থেকে ১৬.০৩.৭০ পর্যন্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কংগ্রেস (যুক্তফ্রন্ট) এর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আবার রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয় ১৯.০৩.৭০ থেকে ০২.০৪.৭১ পর্যন্ত। ষষ্ঠ বিধানসভা (১৯৭১) তে আজয় কুমার মুখোপাধ্যায়,ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (গণতান্ত্রিক জোট)-এর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ০২.০৪.৭১ থেকে ২৮.০৬.৭১ পর্যন্ত। আবারও রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়২৯.০৬.৭১ থেকে২০.০৩. ৭২ পর্যন্ত। সপ্তম বিধানসভা (১৯৭২- ১৯৭৭)- তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট)এর তরফে সিদ্ধার্থ শংকর রায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। চতুর্থবারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়েছিল ৩০.০৪.৭৭থেকে ২০.০৬.৭৭ পর্যন্ত।

এর পর থেকে বিধানসভা গঠনে একটা স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। অষ্টম (১৯৭৭- ১৯৮২), নবম (১৯৮২- ১৯৮৭), দশম (১৯৮৭-১৯৯১) ,একাদশ (১৯৯১- ১৯৯৬), দ্বাদশ বিধানসভা(১৯৯৬ - ২০০১) গুলিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)(বামফ্রন্ট)এর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন জ্যোতি বসু এবং একই দলের হয়ে ত্রয়োদশ (২০০১- ২০০৬)ও চতুর্দশ বিধানসভা (২০০৬- ২০১১) তে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পঞ্চদশ (২০১১- ২০১৬), ষোড়শ (২০১৬- ২০২১) এবং সপ্তদশ (২০২১- ২০২৬)এর বিধানসভাতে বর্তমান ২০২২ পর্যন্ত এখনও সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন(৬)। এই হল স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিচয় যুক্ত সরকার পক্ষের বিবরণ। বিরোধী পক্ষ ও বিরোধী দল নেতাদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানিয়েই শুধু মাত্র স্থায়ী সরকার পক্ষের ভূমিকা আলোচ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিধান চন্দ্র রায়:

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে তার অধিকাংশই বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে এবং তিনি উন্নয়নের যে মজবুত ভিত গড়েছিলেন, তার উপরেই আজ পর্যন্ত সকল উন্নয়নের

কাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত লক্ষাধিক অসহায় নর- নারী- শিশু শরণার্থীদের ন্যূনতম অন্ন- বস্ত্র- বাসস্থান জোগাড়ের মাধ্যমে আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট সরবরাহ বন্ধের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের চটকল কর্মীরা কর্মহীন হয়ে পড়লে তিনি পাটের জোগান অব্যাহত রাখতে বহু পতিত জমি ও কিছু ধানীজমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করেন। বাংলার শিল্পায়নের লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায গড়ে উঠল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (CSTC) প্রভৃতি। এই ভাবে, পশ্চিমবঙ্গে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হল।

শিক্ষার প্রসারেও তাঁর অবদান যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (পুরুলিয়া,রহড়া, নরেন্দ্রপুর) প্রভৃতি।

তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ। তাই সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ' পথের পাঁচালি' - র মত আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা তৈরিতে আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হলে প্রথা ভেঙে তাঁর উদ্যোগে রাজ্য সরকার সিনেমাটির প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছিল। রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ তিনিই নিয়েছিলেন।

স্বনামধন্য এক জন চিকিৎসক হিসাবে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাদবপুর টিবি হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল।

এই সমস্ত বিষয় বিচার করে, স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ আধুনিক রূপকার হিসাবে আপামর বাঙালি গর্বের সাথে বিধান চন্দ্র রায় কে স্মরণ করে (৭- ক, খ, গ)।

সিদ্ধার্থ শংকর রায়:

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে তিনটি প্রধান কাজের জন্য তিনি বাংলার মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন সেগুলি হল- (ক)১৯৭১সালে বাংলাদেশ গঠনের প্রাক মুহূর্তে ঘটে যাওয়া মুক্তি-যুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে আগত লক্ষাধিক শরণার্থীর পুনর্বাসন করা,(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে ভারতে সর্ব প্রথম কলকাতায় মেট্রো রেল বা তথাকথিত পাতাল রেল এর পরিষেবা চালু করা (৮), (গ) তাঁর মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের দুর্নীতির তদন্তের জন্য " ওয়াংচু কমিশন " বসানোর মত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা (৯)। একটি বিশেষ সাক্ষাৎ- কারে তিনি জানিয়েছিলেন,২৭ লক্ষ চাকরির প্রয়োজন থাকলেও মাত্র ৫ লক্ষ চাকরির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁর সময়ে বোরো ধানের উৎপাদন ৩ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ লাখ মেট্রিক টন হয়েছিল (১০)।

মূলত যে তিনটি বিতর্কিত বিষয়ের জন্য সিদ্ধার্থ শংকর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের মণিকোঠায় একটা বেদনার ছায়া রেখে গেছেন সেগুলি হল- (ক) তাঁরই পরামর্শে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারত জুড়ে ' জরুরি অবস্থা ' জারি করেছিলেন,(খ) ৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে গণ- হত্যা লীলার নামে প্রচন্ড আরাজকাতা শুরু হয়েছিল, তার কঠোর সমালোচক হিসাবে তাকে নির্মম ভাবে দমন করেছিলেন, (গ) তাঁর আমলে সংঘটিত হয়েছিল কুখ্যাত ' বারানগর গণহত্যা ' (১১)।

সার্বিক সফলতা না আসলেও, তাঁর কিছু ব্যতিক্রমী নিজস্বতা ছিল। যেমন- সৌম্যদর্শণ , দীর্ঘকায়, দৃঢ়- চেতা ও ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন পৌরুষ, দক্ষ রাজনীতি- বিদ ও প্রশাসক, সদর্থক ক্রীড়াপ্রেমী। তাই আজও সকলের মনে প্রিয়" মানুদা " হিসাবেই রয়ে গেছেন।

জ্যোতি বসু:

যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি আজও মানুষের মধ্যে বেঁচে আছেন , সেগুলি হল- (ক) ভূমি সংস্কার, বর্গা আন্দোলন ও পঞ্চায়েত প্রথার প্রতি গুরুত্ব প্রদান,(খ) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপন,(গ)দার্জিলিং সংক্রান্ত GNLF আন্দোলনের আপাত সমাধানের লক্ষ্যে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠন,(ঘ) কলকাতার সাথে দূরবর্তী শহরতলী লোকাল ট্রেন চলাচল এর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা,(ঙ) নতুন অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া, (চ) ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্যোগী হওয়া,(ছ) স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন সরকারি প্রশাসনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা ,(জ) দীর্ঘদিন পর একটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা, প্রভৃতি। কিন্তু শিক্ষা ও জন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে।

বর্গা আন্দোলনের মাধ্যমে জমিদারদের অতিরিক্ত জমি বর্গাদার বা ভাগচাষী ও ভূমিহীন বহু কৃষকদের মধ্যে আইনি কাগজের মাধ্যমে বিলি বন্টন করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত প্রথার উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষুদ্র চাষীদের ভর্তুকির মাধ্যমে ঋণ, সার প্রভৃতি দিয়ে এক ফসলীর পরিবর্তে অধিক ফসলী চাষের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। কিন্তু সরকারি প্রয়োজনে তারা সেই জমি ফেরত দিতে অস্বীকার করলে সরকারের বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। সে জন্য একটি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বলা হয়, কোন শিল্প, কারখানা গঠনের জন্য সরকার জমি ফেরত চাইলে কৃষক,ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এর মত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে জমি বিক্রি করতে পারে এবং তাদের দেওয়া জমিতে শিল্প হলে তারা সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

এবার আসি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড (HPL) প্রসঙ্গে।১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দি চ্যাটার্জী গ্রুপ, টাটা গ্রুপ ও ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।পলিইথিলিন, পলিথিন (কম ও বেশি ঘনত্ব যুক্ত), বেঞ্জিন,C4 হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন হয়। এটি পূর্ব ভারতের ৭০% এবং সমগ্র ভারতের ৩০% চাহিদা পূরণ করে। ইউরোপ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশে এখানে উৎপন্ন সামগ্রী রপ্তানি হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে কৃষকদের মধ্যে একটা সন্দেহের বাতাবরণ রয়েই যায়। যার সুদুরপ্রসারী ফলস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ ব্যাপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটে (১২, ক,খ, গ, ঘ)।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: যে শিল্পায়নকে পাথির চোখ করে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সরে এসেছিলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেই দায়িত্ব বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের দিকে নজর দেন। নতুন আই.টি (IT) নীতি আনয়নের পাশাপাশি রাজ্যে প্রযুক্তিশিল্পের উন্নয়ন ঘটান।২০০১- ২০০৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০% IT শিল্পের উন্নয়ন হয়। এই কারণে WIPRO সংস্থার চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি বুদ্ধবাবু কে দেশের সবথেকে দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আখ্যা দেন। এই প্রসঙ্গে INFOSYS এর ফিন্যান্স ডিরেক্টর টি. ভি. মোহনদাস পাই এর আশার বাণী " উনিশ শতকের মত ভারতে একুশ শতকের রেনেসাঁ কলকাতার হাত ধরেই হবে," বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পায়নের লক্ষ্যে TATA কোম্পানির এক লাখি চার চাকার ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা হলে,২০০৬ সালের ৩১ মে রাজ্য সরকার সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।এর পরেই তিন ফসলী জমির কৃষকরা জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেও,জমি অধিগ্রহণ থেমে থাকে নি।বিরোধী পক্ষের সহযোগিতায় এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। দু বছর ধরে চলা এই আন্দোলনের প্রাবল্য উপলব্ধি করে ২০০৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর TATA কোম্পানি সিঙ্গুর প্রজেক্ট বাতিল করার ভাবনা শুরু করে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে ওই বছর ৩ অক্টোবর এটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল যে জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতি সঠিক ছিলনা। ফলে এটি সরকারের ব্যর্থ শিল্পনীতির একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এবার আসি,' নন্দীগ্রাম কেমিক্যাল হাব ' প্রসঙ্গে। নন্দীগ্রাম অঞ্চল অনুন্নত হওয়ার কারণে, সেখানকার ১০- ১৫ % মানুষ কাজের সন্ধানে উড়িষ্যা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে পাড়ি দিত। তাই সরকার এখানে একটি কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। যার ফলে, ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই, ইন্দোনেশিয়া ভিত্তিক ' সালিম ' গোষ্ঠীর সাথে কেমিক্যাল হাব সহ বিভিন্ন প্রকল্প রুপায়নের জন্য সরকার চুক্তি সম্পাদন করে।এর ফলে জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে, গ্রামের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ গুলি চালালে ২০০৭ সালের ১৭ মার্চ অনেক আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়।সারা রাজ্যে নিন্দার ঝড় ওঠে। যার ফলে ওই বছরেই ৩ সেপ্টেম্বর, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কোন কেমিক্যাল হাব না করার সিদ্ধান্ত নেন।

নন্দীগ্রাম প্রকল্প বিফল হওয়ায়, সরকার এর বিকল্প হিসাবে নায়াচরকে বেছে নেয় এবং স্থির করে, একে একটি সেতুর সাহায্যে হলদিয়ার সাথে যুক্ত করবে। কিন্তু, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, পোর্ট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া ও জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই স্থানটিকে শিল্প স্থাপনের জন্য অনুপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করে। ফলে, নয়াচর কল্পও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

বুদ্ধবাবু তাঁর শিল্প ভাবনা থেকে কিন্তু পিছিয়ে আসেননি। তাই ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সরকার JSW (জিন্দাল সাউথ ওয়েষ্ট) স্টিল এর ভাইস চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল এর সাথে একটি চুক্তি স্মারকপত্র (MOA) স্বাক্ষর করে। যেখানে বলা হয় শালবনি তে ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা ও ১৬২০ মেগা ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলা হবে, যেখানে কমপক্ষে ১০০০০ মানুষের সরাসরি ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান হবে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৫০০০ একর জমির প্রয়োজন এবং মুখ্যমন্ত্রীর মতে এই জমি পেতে অসুবিধা হবে না, কারণ এটি পতিত জমি। প্রকল্পটির মোট খরচ ধরা হয়েছিল ৩৫০০০ কোটি টাকা, যার ৮৯% ব্যয় করবে জিন্দাল গোষ্ঠী ও ১১% করবে সরকার। প্রকল্পটি শেষ হবে তিনটি পর্যায়ে। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস দেন যে পাঁচিল দেবার কাজ শেষ হলেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। কিন্তু এখানেও আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শেষ মুহূর্তে JSW তাদের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে বলে যে তারা সাময়িক ভাবে ইস্পাত উৎপাদন বন্ধ করে পরিবর্তে বাংলার বাইরে থেকে লৌহ আকরিক এনে তাকে আরও উন্নত মানের তৈরি করে বাজারে বিক্রি করবে। অর্থাৎ এই বিশাল প্রকল্পও বাংলার মানুষের কাছে অধরা রয়ে গেল(১৩, ক, খ, গ, ঘ,ঙ,চ, ছ, জ)।

এই সমস্ত প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়:

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার কে সরিয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল,(ক) সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের অধিকৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়া,(খ) পাহাড় ও জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়ে এনে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা,(গ) পূর্বতন ' ধর্মঘট সংস্কৃতি ' মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা,(ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা, (ঙ) জেলা ভিত্তিক সরকারি প্রশাসনিক কাজ কর্মের ব্যবস্থা করা,(চ) কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা,(ছ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা,(জ) কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি। সবশেষে তাঁর সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বর্ণনা ও তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

প্রথম ক্ষমতায় এসে সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ৯.৬.২০১১ তারিখে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স জারির ঘোষণা করলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।১৩.৬.২০১১ তারিখে বিধান সভায় ' সিঙ্গুর বিল ' পাশ হয়।২০.৬.২০১১ তারিখে রাজ্যপাল বিলে সই করেন এবং ২১.৬.২০১১ তে সিঙ্গুরের জমি রাজ্য সরকার দখল করে।এর পর

মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বদান্যতায় টাটা মোটরস ও রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলার পর অবশেষে ৩১.৮.২০১৬ তে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে বলা হল - ২০০৬ সালে টাটাদের সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ছিল এবং আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে অধিগৃহিত জমি। সেই সাথে আরও বলা হল, যাঁরা ক্ষতিপূরণ নিয়েছিলেন তাঁদের থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া হবেনা আর ক্ষতিপূরণ না নেওয়া কৃষকরা যেহেতু ১০ বছর ধরে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে চাষ করতে পারেননি তাই তাদের বর্তমান বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই চূড়ান্ত রায়ের ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক দিকটি নতুন ভাবে উন্মোচিত হল। টাটারা অবশ্য ২০০৮ সালের ৩ রা অক্টোবর সিঙ্গুরের গাড়ি কারখানা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, সরকারিভাবে ৯৫৫ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও, বর্তমানে মাত্র ২৬০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। সরকার পক্ষের বক্তব্য যে, ফিরে পাওয়া জমি যদি কৃষকরা বিক্রি করে দেয় বা চাষ না করে, তবে তাদের কিছু করার নেই। আর বিরোধী পক্ষের বক্তব্য যে, অধিকাংশ ফেরত পাওয়া জমিই গাড়ি কারখানার তৈরি হওয়া কংক্রিটের কাঠামোর জন্য চাষের অনুপযুক্ত হয়ে আছে। তবে রাজ্য সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা হল, সিঙ্গুরে Agro Industry (কৃষি ভিত্তিক শিল্প) গড়ে তোলা।

গোর্খাল্যান্ড হিসাবে পৃথক রাজ্যের দাবীতে পাহাড়ে অশান্তির আগুন পশ্চিমবঙ্গের একটা জ্বলন্ত সমস্যা। সেই সমস্যা শক্ত হাতে মোকাবিলা করে পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলকে শাসন করে আসা দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল কে সরিয়ে দিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA) গঠন করেন। পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবীতে তিন বছর ধরে চলা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা(GJM) র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৮ জুলাই,২০১১তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি. চিদাম্বরম, দার্জিলিং লোকসভার এম. পি. যশোবন্ত সিং,GJM এর নেতৃবৃন্দ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার জন্য GTA নামক একটি আধা স্বায়ত্ত- শাসিত পরিষদ গঠনের চুক্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এই GTAগঠনের প্রেক্ষিতে২সেপ্টেম্বর ২০১১তে একটি বিল পাস করা হয়। এই বিলে GTA র প্রশাসনিক, কার্যনির্বাহী ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।

বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া জেলার নির্দিষ্ট কিছু এলাকা একত্রে জঙ্গলমহল নামে পরিচিত। এখানকার জনজীবনের একটা বড় সমস্যা হল মাওবাদীদের কার্যকলাপ। তাদের আন্দোলনের মূল বিষয় গুলি হল- সাঁওতালি ভাষা সংক্রান্ত শিক্ষার সমস্যা ও পরিবহন সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি। জঙ্গলমহলে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি লিপিতে প্রতিটি স্তরে যাতে এখানকার ছেলে মেয়েরা শিক্ষালাভ করে তার জন্য স্কুল তৈরি, শিক্ষক নিয়োগ এমনকি ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিভাগে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিবহন সমস্যা নিরসনে প্রচুর এস.

বি. এস. টি. সি (South Bengal State Transport Corporation) বাস চালু করা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে কিছু বাস কলকাতা যাতায়াত করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস মত অন্তত ৭২ হাজার কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে জঙ্গলমহল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শিল্পনগরী হিসাবে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে। একই সঙ্গে বীরভূমের দেউচা- পাঁচামি , বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ কয়লাখনির বাস্তবায়ন হলে, এখানে শহর, চাকরি, পুনর্বাসন সবই হবে ও বিদ্যুৎ অনেক সস্তা হবে। অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রচুর স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছে, যাঁরা প্রতি মাসে বেতন বাবদ ১৭ হাজার টাকা এবং ঘর ভাড়া ও চিকিৎসা বাবদ ৫৫০০ টাকা পেয়ে থাকেন।

ধর্মঘটের সংস্কৃতি বন্ধ করে কর্ম দিবসকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। লোডশেডিং বন্ধে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনে তাঁর সরকার যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। নবান্ন ও মহাকরণ থেকে প্রশাসনিক কাজ দূরের জেলাগুলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সাহস মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন। প্রতিমাসে বিভিন্ন জেলায় বি. ডি.ও, এস.ডি.ও, ডি. এম, জেলা সভাধিপতি সবাইকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এলাকার সমস্যার কথা শুনে প্রতিকারের উপায় বলে দেন। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য থেকে যাতে বঞ্চিত না হন সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি আছে।PPP(পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেল স্কুল- কলেজ ও হাসপাতাল খোলার উদ্যোগ এই রাজ্যে তাঁর আমলেই প্রথম হয়েছে। যদিও এটা নিয়ে বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক মুসলমান গোষ্ঠীকে ওবিসি- র অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষকদের মাস পয়লা বেতন,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য দ্রুত পেনশন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ(১৪। ক,খ,গ),(১৫।ক,খ,গ),(১৬।ক,খ, গ),(১৭।ক,খ)।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দায়িত্ব নেবার পর বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের পিছিয়ে থাকা অবস্থার উন্নতির জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্প গুলি হল-

মাতৃযান (২০১১): প্রসুতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান প্রকল্প।

সবলা(জুলাই,২০১১): ১১- ১৮ বছর বয়সী কিশোরীরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

নিজ গৃহ নিজ জমি (১৮.১০.২০১১): সরকারের খাস জমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করে তাকে সুবন্দোবস্ত বাসযোগ্য করে তোলা, এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

শিশু আলয়(২০১২): এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩- ৬ বছরের শিশুদের প্রাক শৈশব শিক্ষার বিকাশ ঘটানো ও বিদ্যালয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা হয়।

জল ধরো জল ভরো(২০১১- ১২, অর্থ বর্ষ): বর্ষার জল মজুত করে তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

আনন্দধারা (১৭.০৫.২০১২): এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, আর্থিকভাবে দুর্বল নারীদের ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (২০১২- র শেষ): সরকারি হাসপাতালে অবস্থিত এই ধরণের দোকানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ডাক্তারি সামগ্রী ৪৮- ৭৮ % ছাড়ে সরবরাহ করা হয়।

প্রাণধারা (২০১২-১৩, অর্থবর্ষ): এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (PHED) বিশুদ্ধ পানীয় জল বোতলজাত করার কারখানা নির্মাণ শুরু করে।

মুক্তিধারা (০৭.০৩.২০১৩): স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বেকার সদস্যদের নিখরচায় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পুরুলিয়া জেলাতে এই কাজ প্রথম শুরু হয়।

কন্যাশ্রী (০৮.০৩.২০১৩): এই প্রকল্পের তিনটি ভাগ। K1- এই বিভাগে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোরীরা প্রতি বছর ১০০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে, K2- এই বিভাগে, দ্বাদশ শ্রেণীর পর কোন সাবালিকা নারী অবিবাহিত অবস্থায় আরও পড়াশুনা বা স্বনির্ভরতার কাজে যদি যুক্ত হয় তবে এককালীন ২৫০০০ টাকা বৃত্তি পাবে, K3- এই বিভাগে সাবালিকা নারী অবিবাহিত অবস্থায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাক্রমে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ২৫০০ টাকা এবং কলা বিভাগের জন্য ২০০০ টাকা করে প্রতিবছর বৃত্তি পাবে। তবে এই প্রকল্পটি শুধু মাত্র আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিশুসাথী (অক্টোবর,২০১৩): ২৯ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব হৃদয় দিবসকে সম্মান জানিয়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ বছর বয়েস পর্যন্ত শিশুদের হার্ট সার্জারি ও কিছু জটিল রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

পথসাথী(০১.১০.২০১৩): পথচারী মানুষের সুবিধার জন্য শৌচাগার, প্রতীক্ষালয়, রাত্রিকালীন বাসস্থান, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে ৫০ কিলোমিটার অন্তর তৈরি করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

যুবশ্রী(০৩.১০.২০১৩): এই প্রকল্পে নথিভূক্ত ১ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কে পরিবার পিছু একজন সদস্য(১৮- ৪৫, বছর বয়েস পর্যন্ত) হিসাবে ধরে নিয়ে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়।

মিশন নির্মল বাংলা (১৯.১১.২০১৩): বিশ্ব টয়লেট দিবস (১৯, নভেম্বর) কে স্মরণ করে এই প্রকল্পের সূচনা লগ্নে নদীয়া জেলাকে দেশের মধ্যে প্রথম নির্মল জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর পর থেকে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রাম এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মল গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে।

শিক্ষাশ্রী(২০১৪): এই প্রকল্পের মাধ্যমে তপসিলি জাতি(SC)- র জন্য পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৭৫০ টাকা ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয় আর, তপসিলি আদিবাসী (ST)- র ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

লোকপ্রসার (২০১৪): এই প্রকল্পে, ১৮- ৬০ বছর বয়েসী লোকশিল্পীরা সরকারি বিভিন্ন প্রচার মূলক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে বহালভাতা হিসাবে পেয়ে থাকেন আর ৬০ বছরের বেশি শিল্পীরা প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে অবসর ভাতা পান।

গীতাঞ্জলি (০১.০৪.২০১৪): এই প্রকল্পে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া নিজ জমির মালিকানা সম্পন্ন মানুষদের বাড়ি করার জন্য দুই ধাপে আর্থিক সহায়তা করা হয়। শহর বা গ্রামাঞ্চলে দেয় টাকার পরিমাণ ৭০০০০ টাকা আর দুর্গম এলাকায় এর পরিমাণ ৭৫০০০ টাকা।

সুফল বাংলা (২৩.০৯.২০১৪): এই প্রকল্পের মাধ্যমে চাষীদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য ক্রয় করে তা ' সুফল বাংলা ' নামে বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। এর ফলে কৃষকরা ফোড়ে দের হাত থেকে রেহাই পায় ও কৃষিজ পণ্যের সঠিক দাম ঘরে তুলতে পারে।

মুক্তির আলো (০৪.০৯.২০১৫): এই প্রকল্পের কাজ হল, যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন ও তাদের কন্যা সন্তান দের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের পুনরুদ্ধারের পর কাউন্সেলিং এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করা।

সমব্যাথী (২০১৬): এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে দুর্বল কোন মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য তাঁর নিকটতম আত্মীয়কে ২০০০ টাকা অনুদান দেয়া হয়।

খাদ্য সাথী (২৭.০১.২০১৬): এই প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট সহায় সম্বল হীন খেতে না পাওয়া মানুষেরা প্রতিমাসে নামমাত্র বা বিনামূল্যে চাল, গম, আটা পেয়ে থাকেন। এই প্রকল্প পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে- (১) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা: এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা প্রতি মাসে ১৫ কিলো চাল আর২০কিলো আটা পান,(২) পি.এইচ. এইচ(priority household): অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকা দরিদ্র্য মানুষেরা মাসে ২ কিলো চাল ও ৩ কিলো গম পেয়ে থাকেন,(৩) এস. পি. এইচ. এইচ (stae priority household):এর মাধ্যমে পরিবারের কোন গুরুতর অসুস্থ সদস্য মাসে ২ কিলো চাল ও ৩ কিলো গম পান,(৪) রাজ্য সুরক্ষা যোজনা ১: এর অধীনে ২ টাকা কিলো দরে মাসে ২ কিলো চাল ও ৩ কিলো গম পান,(৫) রাজ্য সুরক্ষা যোজনা ২:এর অধীনে মাসে ১৩ টাকা কিলো দরে ১ কিলো চাল ও ৯ টাকা কিলো দরে ১ কিলো গম পান।

উৎকর্ষ বাংলা (১৬.০২.২০১৬): পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (PBSSD) এর ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা,প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর স্কুলছুট বেকার ছাত্র-ছাত্রী দের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়। গাড়ি চালানো, সেলাই, টিভি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম মেরামত, বিউটি- শিয়ান কোর্স প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় প্রতিদিন ৫০ টাকা করে উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ শেষে সংসাপত্র দেওয়া হয়।

সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ (০৮.০৭.২০১৬): এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পথনিরাপত্তা বিষয়ে গাড়িচালকদের সচেতন করা। এই কর্মসূচির ফলে পথাদূর্ঘটনা ও তৎজনিত প্রাণহানীর হার প্রায় ১৯.৫২ % কমে গেছে।

সবুজশ্রী (১৯.১২.২০১৬): এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিষ্ট কণ্যা সন্তানের জন্য বনদপ্তর থেকে বৃক্ষ চারা দেওয়া হয়, যা রোপণ করার পর বড় হলে, গাছ বিক্রি করে সেই টাকায় কণ্যার উচ্চশিক্ষার খরচ বহন করা যায়।

স্বাস্থ্যসাথী (৩০.১২.২০১৬): এই কার্ডের মাধ্যমে রাজ্যবাসী সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ১.৫ লক্ষ টাকা ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবীমা পান।

গতিধারা (২০১৫- ১৬, অর্থবর্ষ): বেকার যুবক যুবতীর স্বনির্ভর রোজগারের পথ প্রশস্ত করার জন্য বানিজ্যিক গাড়ির মোট দামের ৩০% অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়।
সবুজ সাথী (২০১৫- ১৬, অর্থবর্ষ): আর্থিক ভাবে অনগ্রসর পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করে, স্কুলছুট ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা শিখে স্বনির্ভরতায় উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে নবম ও দশম শ্রেণীতে উন্নীত হলে বাইসাইকেল উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।

খেলাশ্রী (২০১৭): যুবকল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের সম্মান জ্ঞাপন, রাজ্যের ক্রীড়া জগতের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে রাজ্যবাসীকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ ছাড়া, রাজ্যে ভবিষ্যত ক্রীড়াবিদ তৈরির কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শর্ত সাপেক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেবার চিন্তা ভাবনা আছে। শর্তগুলি হল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোচ কে স্বীকৃত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন প্রাপ্ত কোচ অথবা প্রাক্তন জাতীয় বা রাজ্যদলের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ হতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।
সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (০১.০৪.২০১৭): দরিদ্র পরিবারে কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে ২ লক্ষ বা কেউ আহত হলে ১ লক্ষ টাকা সেই পরিবারের হাতে দেওয়া হবে।
রুপশ্রী (৩১.০১.২০১৮):বার্ষিক আয় সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা হলে সেই পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণীর বিয়ে উপলক্ষে এককালীন ২৫ হাজার টাকা সেই পরিবারকে সরকারি আর্থিক সাহায্য করা হবে।
মানবিক পেনশন (২০১৮): কোন ব্যাক্তি শারীরিক ভাবে ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতার শিকার হলে মাসিক ১০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন।

কৃষক বন্ধু (০১.০১.২০১৯): এই প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষক ও ভাগচাষী ১ একর বা তার বেশি চাষযোগ্য জমির জন্য বাৎসরিক ১০০০০ টাকা ও ১ একরের কম হলে আনুপাতিক হারে আর্থিক সহায়তা পাবেন। তবে এই অনুদানের নুন্যতম পরিমাণ ৪০০০ টাকা। খরিপ ও রবি মরশুম মিলিয়ে দুই ধাপে এই সহয়াতা প্রদান করা হয়। আর, এই প্রকল্পের নথিভুক্ত ১৮- ৬০ বছর বয়সী কৃষকদের আত্মহত্যা সহ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকার বীমার সুবিধা থাকে।
জাগো (২৯.১১.২০১৯): মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য প্রায় ১০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বাৎসরিক ৫০০০ টাকার অনুদান দেয়া হয়।
স্নেহালয়(০৩.০৩.২০২০): আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
স্নেহের পরশ (০২.০৪.২০২০- ০৩.০৫.২০২০): কোভিড- ১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউন এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্দশার কথা ভেবে রজ্য সরকার উক্ত সময়ের জন্য এককালীন ১০০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে।

মাটির সৃষ্টি (১৩.০৫.২০২০): ৬ টি জেলা(বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান)- তে কৃষকের নিজস্ব জমি ও সরকারি জমি অনেকাংশেই অনুর্বর হওয়ার কারণে পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০০ একর অনুর্বর জমিতে মাছ চাষ ও বাগিচা চাষের ব্যবস্থা করে কর্মসুযোগ তৈরি করা হবে।

কর্মসাথী (০৯.০৯.২০২০): এই প্রকল্পের মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণী পাশ,১৮- ৫০ বছর বয়সী যেকোন পশ্চিমবঙ্গবাসী স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাংক থেকে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা তিন বছরের জন্য ঋণ পাবেন। সময় মত ঋণ শোধ করলে বার্ষিক সুদের ৫০% ও অন্য ক্ষেত্রে৪০%ছাড় পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও, প্রকল্প মূল্যের১৫% বা সর্বোচ্চ ২৫০০০ টাকা ভর্তুকি পাওয়া যাবে।প্রতি বছর ১ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দেয়া হবে।

পথশ্রী অভিযান (০১.১০.২০২০): এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৫ অক্টোবর এর মধ্যে ১২০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হবে এবং পরে এই পরিকল্পনা আরও প্রসারিত হবে।

দুয়ারে সরকার (ডিসেম্বর,২০২০): রাজ্য সরকারের চালু করা এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী সরকারি ক্যাম্প বসিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ শুনে তার যথাযথ ও সময়োচিত ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর ফলে শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের আর সরকারি অফিসে এসে কষ্ট করার প্রয়োজন হয় না

মা (১৫.০২.২০২১): মা বা মহিলাদের উৎসর্গ করে এই প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে। আর্থিক ভাবে দুর্বল বহু মানুষ কর্ম সূত্রে দূরে যায় বলে দুপুরে বাড়িতে খেতে আসতে পারেন না, তাদের কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে রোজ দুপুর ১ টা ৩ টে পর্যন্ত মাত্র ৫ টাকায় ভাত, ডাল, তরকারি ও একটা ডিম সহ এক থালা খাবার সরবরাহ করা হয়, যেখানে থালা প্রতি সরকার ১৫ টাকা ভর্তুকি প্রদান করে। বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্থানীয় মানুষ এই রান্নার কাজে যুক্ত থাকেন।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড (৩০.০৬.২০২১): সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত আর্থিক বোঝার হাত থেকে মা বাবাকে কিছুটা রেহাই দেবার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। দশম শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চতর পড়াশুনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ পাবে, যার গ্যারান্টর থাকবে রাজ্য সরকার।১৫ বছরে শোধ করতে হবে। ছাত্র ছাত্রীরা চাকরি পাওয়ার ১ বছর পর থেকে ঋণ শোধ করতে পারবে। পড়ুয়ার সর্বোচ্চ বয়েস হতে জিহবে ৪০ এবং এই রাজ্যের ১০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

লক্ষ্মী ভান্ডার (১৬.০৮.২০২১): এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, বাংলার গৃহবধূদের সামান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়টি সুনিশ্চিত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। ২৫- ৬০ বছর বয়সী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ধারী গৃহবধূরা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এ প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। তাপসিলি জাতি- উপজাতির ক্ষেত্রে মাসিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ১০০০ টাকা ও সাধারণ তালিকার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৫০০ টাকা, যা সরাসরি ব্যাংকে জমা পড়বে(১৭।গ,ঘ)।

এই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চালু করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত

বিবরণ ।এই ধরণের কিছু প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার যে সমস্ত সম্মানে ভূষিত হয়েছে, তাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবার দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১৬ ফেব্রুয়ারি,২০১২ তে বিল গেটস এর বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, " বাংলায় পোলিও মুক্ত বছর " অর্জনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার প্রশাসনের প্রশংসা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঠানো একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছে যে,এটি কেবল ভারতের নয়, সারা বিশ্বের কাছে একটা মাইল ফলক স্বরূপ।

মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে,৩০.০৪.২০১৫ তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলাকে প্রথম " উন্মুক্ত শৌচালয় মুক্ত "(ODF) জেলা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবর্ষের জন্য ' দেশ সেরা ' - র শিরোপা জিতে নেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে জাতিসংঘ প্রদত্ত জনসেবার উন্নতিসাধন বিভাগের ক্ষেত্রে, ' সবার শৌচাগার ' প্রকল্পের জন্য " জনসেবা পুরস্কার,২০১৫ " অর্জন করে। ২৩.০৬.২০১৫ তে কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের মেডেলিন- এ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, লেনি মন্টিল (Lenni Montiel) এই পুরস্কার প্রদান করেন।

এবার আসি, কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে। ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউ.কে . এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বালিকা সম্মেলন,২০১৪ তে কন্যাশ্রী প্রকল্পকে উপস্থাপন করার জন্য নির্বাচন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশ্বব্যাপী দর্শকের সামনে এর সম্পর্কে তুলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি লাভের পর, এক জন অস্কার বিজয়ী আমেরিকান স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র নির্মাতা কন্যাশ্রী ও সবলা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে " After my garden grows " চলচিত্রটি নির্মাণ করেন। UNICEF এর পেশ করা " দি স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ২০১৬ এ ফেয়ার চান্স ফর এভরি চাইল্ড " রিপোর্টে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভুওসী প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, আর্থিক অনুদানের ফলে কণ্যারা অনেক দূর পড়াশুনা চালাতে পারছে বলে অবাঞ্ছিত বাল্যবিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। ৬২ দেশকে পিছনে ফেলে,৫৫২টি নাগরিক পরিষেবা প্রকল্পের মধ্যে কণ্যাশ্রী প্রকল্প জাতিসংঘের দ্বারা শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়। এই উপলক্ষে নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে ২৪জুন,২০১৭ তে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ হাতে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

মর্যাদাপূর্ণ "তথ্য সমাজ বিশ্ব সম্মেলনে" (world summit on the information society, WSIS)- এর প্রতিযোগিতা মূলক দক্ষতা নির্মাণ বিষয়ে ১৮ টি বিভাগের জন্য ১০৬২টি জমা পড়া মনোনয়নের মধ্যে " উৎকর্ষ বাংলা " প্রকল্প শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communications Technology,ICT) ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শাসন বিভাগে (E- Government Category/ Electronic Government Category) "সবুজ সাথী" প্রকল্প প্রথম পাঁচটি সেরা প্রকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচিত হয়।

এবার আসি "স্কচ" পুরস্কার (SKOCH Award) প্রসঙ্গে। সারা ভারত জুড়ে সরকারের বিভিন্ন কাজের গুণমান সমীক্ষার পর SKOCH নামে একটি সংস্থা নানা ভাবে পুরস্কৃত করে। পশ্চিম বঙ্গের ঝুলিতে যে পাঁচটি বিষয়ে এই পুরস্কার এসেছে সেগুলি হল- (i) শিল্প সাথী প্রকল্পের জন্য প্লাটিনাম,(ii) ই- নথীকরণ এর জন্য সিলভার বা রুপো,(iii) শহরাঞ্চলে অনলাইনে নথীভুক্ত করণ সংসাপত্রের অনলাইনে পুনর্নবীকরণ এর জন্য গোল্ড বা সোনা,(iv) গ্রামাঞ্চলে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স বের করার জন্য রুপো,(v) ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি সংস্থা ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (WBSEDCL) এর উল্লেখযোগ্য IT (Information Technology) ব্যবহারের জন্য রুপো পুরস্কার। এ ছাড়া, রাজ্য পরিচালনা সমীক্ষা,২০২১ এর ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার SKOCH পুরস্কারে ভূষিত হয়। তাই ১৮.০৬.২০২২ তারিখে দিল্লিতে " Star of Governance- SKOCH Award in Education " পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এ ছাড়া, কম্পিউটার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (CSI) - র তরফে"দুয়ারে সরকার" প্রকল্প " Award of Excellence ,2021 " সম্মানে ভূষিত হয়(১৮,১৯, ২০ ক,খ,গ, ২১,২২,২৩,২৪)।

উপসংহার:

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে একটি আধা যুক্ত- রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে একক ভাবে বা জোট গঠন করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। গণতন্ত্রের স্বার্থে সদর্থক রাজনৈতিক বিরোধিতাকে অবলম্বন করে, ভারতবর্ষের বুকে রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র- রাজ্য সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশটা এগিয়ে চলেছে।পৃথিবীর ইতিহাসে এটি খুব বিরল। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বুকেও ঘটে চলেছে রাজনৈতিক উত্থান- পতন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে এই রাজনৈতিক পালাবদল সুস্থ পরিবেশে সংঘটিত হলে, গণতান্ত্রিক স্বার্থ প্রকৃত অর্থে চরিতার্থ হবে এবং রাজ্য তথা দেশবাসী আগামী দিনে আরও ভাল থাকার স্বপ্ন দেখবে। তখন উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে ইচ্ছে হবে - " আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি, আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই....."- প্রতুল মুখোপাধ্যায়। অথবা

জীবনানন্দ দাশ রচিত কবিতার ক্ষুদ্র অংশ- " আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে, এই বাংলায়.... হয়ত ভোরের কাক হয়ে, এই কার্তিকের নবান্নের দেশে..."।

তথ্যসূত্র:

১।History of Kolkata- Wikipedia, https://en.m.wikipedia.org
২।Govind Talwalkar(2006), Gopal Krishna Gokhale: His Life and Times, Rupa & Co.

৩। 1951-52 Indian general election- Wikipedia, https://en.m.wikipedia.org

৪। India's First Assembly Poll: banglasamacharplus.com

৫। Elections in West Bengal- Wikipedia, https://en.m. wikipedia.org

৬।তদেব।

৭। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল-

(ক) বিধান চন্দ্র রায়- উইকিপিডিয়া, https://bn.m. wikipedia

(খ) নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (২০০৪), কর্মযোগী বিধানচন্দ্র, গ্রন্থতীর্থ

(গ) নীলেন্দু সেনগুপ্ত (২০১০), বিধানচন্দ্র ও সমকাল, একুশশতক

৮। সিদ্ধার্থশংকর রায় (জীবনী), আজ বাংলা: www.aajbangla.in

৯। " সিদ্ধার্থশংকর রায়- যার নামের সাথেই জড়িয়ে বিতর্ক "- দৃষ্টিভঙ্গি,১৯ আগস্ট,২০২২: drishtibhongi.in

১০। " I'm not doing anybody a favour: Siddhartha Shankar Roy", India Today- https://www.indiatoday.in

১১। সিদ্ধার্থশংকর রায়(ইতিহাস), সববাংলায়: Sobbanglay.com

১২। (ক) 22 years of Jyoti Basu- Himal Southasian- https://www.himalmag. com

(খ) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস- উইকিপিডিয়া, https://bn.m. wikipedia. org

(গ) A man of substance,C.M. Jyoti Basu, by Manish Gupta- https://Jyoti basu.net

(ঘ) The genious of Jyoti Basu, FRONT LINE- frontline.thehindu.com

১৩।(ক) আজ বাংলা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর জীবনী- aajbangla.in

(খ) সিঙ্গুর কৃষক আন্দোলন।Publications - publications.cpiml.net

(গ) Nandigram: An industrial hub to a model village, Business Standard - m business- standard.com

(ঘ) Nandigram Chemical Hub,India, E J Atlas- https://ejatlas.org

(ঙ) West Bengal proposes alternative site for Nandigram Chemical Hub,By Maureen Nandini Mitra,15.10.2007-

https://www.downtoearth.org.in
(চ) JSW plans to set up steel plant in Bengal, Business Standard News- https://www.business- standard.com
(ছ) JSW to invest Rs.10,000 Cr. for a plant in WB- The Economic Times, - https://m.economictimes.com
(জ) Jindal Puts Bengal Steel Project on hold,Times of India, 01.11.2008- https://m.timesofindia.com
১৪।(ক) সিঙ্গুর: জমি বিবাদের দলিল, আনন্দ বাজার অনলাইন,৩১.০৮.২০১৬।A complete time line of singur case digitl.- www.anandabazar.com.
(খ) " কংক্রিটের মাটিতে চাষ করাবেন, মুখ্যমন্ত্রী কি নিজেকে ঈশ্বর ভাবেন? ", ১০.০৭.২০১৯- https://www.etvbharat. com
(গ)"সিঙ্গুর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির জন্য কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে, ঘোষণা করলেন মমতা"- আনন্দবাজার অনলাইন,০৩.০৬. ২০২২- www.anandabazar.com
১৫।(ক) Wikipedia: Gorkhaland Territorial Administration- en.m. wikipedia.org
(খ) " Full text of GTA MoA (PDF), Darjeeling Times,15.07.2011.
(গ)" GTA Bill passed with 54 amend- ments", The Times of India,03.09.11.
১৬।(ক) Mamata Banerjee ensures deve- lopment for tribal people of Jangal- mahal.- www.anandabazar.com,10. 08.2018.
(খ) জঙ্গলমহলে শিল্পনগরী, বিনিয়োগ হবে ৭২ হাজার কোটি - Eisamay, https://eisamay.com,07.07.2021
(গ) মাওবাদীদের মূলস্রোতে নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, দিলেন স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি- https://bangla.hindustan- times.com,03.08.2021.
(১৭)।(ক)সববাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: sobbanglay.com
(খ) বাংলা শাসনে আট বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়া ইতিহাসের সামনে লোকসভা নির্বাচন ২০১৯- https://ibgnews.com
(গ) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্প (PDF)- https://www.swapno.in,2019/06
(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প (PDF),- https://www.kolom.in, 2019/12
(১৮)।WB Health- https://www.wbhealth. gov.in (PDF).
(১৯)। Mamata declares Nadia first ODF district in India- The Indian Express, by, PTI,30.04.2015, https://indianexpress.com
(২০)।(ক) Award Recognitions- Kanya- shree- https://wbkanyashree.gov.in
(খ) কন্যাশ্রী প্রকল্প- Vikaspedia, bn.vikaspedia.in

(গ) Mamata Banerjee receives UN Award for Kanyashree scheme - www.anandabazar.com

(২১)। সবুজসাথী আর উৎকর্ষ বাংলা পেল আন্তর্জতিক পুরস্কার, আনন্দবাজার অনলাইন,১২.০৪.২০১৯, www.anadabazar.com

(২২)। Bengal government scoops up five SKOCH awards, httpsy://bestbengal.info, 04.08.2021

(২৩)।West Bengal's education department receives gold SKOCH award- https://www.indiatoday.in,15.11.2021.

(২৪)। Duare Sarkar: জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত মমতার স্বপ্নের প্রকল্প ' দুয়ারে সরকার' ।- কলকাতা টিভি ওয়েব ডেস্ক,০৩.০১.২০২২, https:// kolkatatv.org